



100797 - প্রথম দফার অর্থ ও অন্যান্য ফি পরিশোধের শর্তে মালিকানা হস্তান্তর প্রতিনিবৃত্তি মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া চুক্তির হুকুম

প্রশ্ন

একটা কোম্পানি গাড়ি ভাড়া দেয়। ভাড়ার চুক্তিটি মালিকানা হস্তান্তর মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। কোম্পানি আমাকে বলছে: আমাকে একটি গাড়ি দিবে তবে প্রথম দফায় দশ হাজার রিয়াল পরিশোধ করতে হবে। আর প্রতি মাসে আমি প্রায় এক হাজার দুইশ রিয়াল পরিশোধ করব। ফি হিসেবে দুই হাজার আটশ রিয়াল দিবে। গাড়িটির প্রকৃত মূল্য ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশ রিয়াল। কাসিতসিহ আমার জন্য হিসাবকৃত প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ হবে আটাত্তর হাজার রিয়াল। উল্লেখ্য, আমাকে শেষে দফা নামে কোন কিছু পরিশোধ করতে হবে না। সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর তারা আমাকে মালিকানা হস্তান্তর প্রতিনিবৃত্তি দিয়েছে। আমি যা করতে যাচ্ছি এটার হুকুম কী? আমি কি চুক্তিতে অগ্রসর হয়ে গাড়ি নিবি, নাকি নিবি না? বিষয়টা নিয়ে আমি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

যদি উদ্দেশ্য এমন হয় যে আপনি কোম্পানি থেকে কাসিতসিহ গাড়িটি খরিদ করছেন এবং প্রথম দফায় দশ হাজারের মত রিয়াল পরিশোধ করবেন, তারপর প্রতি মাসে কাসিতসিহ পরিশোধ করবেন; তাহলে এতে কোনও সমস্যা নেই। কারণ এমন বক্রিয় সঠিক। এভাবে চুক্তি করলে চুক্তির সময় থেকে গাড়িটি আপনার মালিকানাভুক্ত হবে। কিন্তু কোম্পানি আপনাকে গাড়িটি বক্রি করতে বাধা দেয়ার অধিকার রাখে। আর সেটা এভাবে যে, সবগুলো কাসিতসিহ পরিশোধ না করা পর্যন্ত গাড়িটি তাদের কাছে বন্ধক বলে গণ্য থাকবে।

এই চুক্তির সাথে মালিকানা হস্তান্তর মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া চুক্তি কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এখানে আপনার উল্লেখিত দুই হাজার আটশ রিয়ালের ফি গ্রহণের বিষয়টা স্পষ্ট নয়।

আর চুক্তিটি যদি গাড়ি ভাড়ার চুক্তি হয়, অর্থাৎ প্রতি মাসে এই পরিমাণ অর্থে এবং তারা ওয়াদা দেয় যে সময়সীমা শেষে হলে আপনাকে গাড়ি মালিকানা হস্তান্তর করবে তাহলে এটা জায়গে হবে; তবে শর্ত থাকবে যে ভাড়ার চুক্তি প্রকৃত চুক্তি হতে হবে। ক্রয়বক্রয়কে আড়াল করে এমন যেন না হয়। অর্থাৎ ভাড়া প্রদত্ত পণ্য তথা গাড়ির ক্ষতিপূরণের দায় থাকবে ভাড়া

প্রদানকারীর (কোম্পানির) উপর; ভাড়া গ্রহণকারীর উপরে নয়। অনুরূপভাবে গাড়ীর পরচালনার খরচের বাইরে ভাড়ার পূর্ণ সময় জুড়ে মাইনটেনেন্স খরচের ভারও থাকবে ভাড়া প্রদানকারীর উপর; ভাড়া গ্রহণকারীর উপরে নয়। বক্রিয়ের ক্ষেত্রে বসিটি বপিরীত। সক্ষেত্রে ক্ষতপূরণ ও মাইনটেনেন্স খরচ সবই বক্রিতোর উপর। কারণ চুক্তি করার মাধ্যমেই তনি পণ্যটির মালকি হয়ে যান।

ভাড়া-চুক্তির সাথে আলাদা একটা হবো (উপহার) চুক্তি করা জায়যে। হবো চুক্তিটি পূর্ণ ভাড়া পরশিোধের সাথে ঝুলে থাকবে। নরিদষ্টি সময়সীমা পর্যন্ত নরিধারতি ভাড়ায় পণ্য ভাড়া প্রদানের কথা সেই চুক্তিতে উল্লেখ থাকবে। তারপর হবো চুক্তির কথা উল্লেখ থাকবে। যমেন এভাবে বলা হবে: উভয়পক্ষ এই মর্যমে একমত যে চুক্তির সময়সীমা শেষে হলে এবং সকল কস্টি পরশিোধ করা হলে প্রথম পক্ষ (যমেন: কোম্পানি) দ্বিতীয় পক্ষকে (কাস্টমার)-কে গাড়িটি হবো (উপহার) করবে।

মালকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়া চুক্তি (Rent-To-Own)-র প্রসঙ্গে ইসলামী ফকিহ একাডেমি থেকে সিদ্ধান্ত ইস্যু হয়েছে এবং সেখানে বধি ও নরিদধি চত্রিগুলোর ববিরণ প্রদান করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে ভাড়ার চুক্তির সাথে অন্য একটা চুক্তি সংযুক্ত করা বধি: “যে চুক্তিটি হবে ভাড়া গ্রহণকারীকে ভাড়াপ্রদানকৃত জনিসিটি উপহার দয়োর চুক্তি, যটোকে পরপূর্ণ ভাড়া পরশিোধের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হবে। আর এটা হবে একটি স্বতন্ত্র চুক্তির মাধ্যমে অথবা পূর্ণ মূল্য পরশিোধের পর উপহার দয়োর আশ্বাস প্রদান করার মাধ্যমে।”[সমাপ্ত] সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত জানতে দেখুন মুহাম্মাদ হাসান আল-জীয়ানীর ‘ফকিহুন নাওয়াযলে’ (৩/৩০১)।

যদি কোম্পানি শর্ত করে যে গাড়ির ক্ষতপূরণ ও মাইনটেনেন্সের খরচ (পরচালনার খরচ বাদে) ভাড়াটিয়ার উপর তাহলে চুক্তিটি বাতলি হয়ে যাবে। চুক্তিটি প্রকৃত ভাড়া চুক্তি বলে গণ্য হবে না এবং আপনার জন্য এই লনেদনে প্রবশে করা জায়যে হবে না।

অধকিন্তু এখানে আছে অগ্রীম দফার অর্থ প্রদানের সমস্যা। এছাড়াও প্রায় দুই হাজার আটশ রয়াল পরিমাণ ফি প্রদানের সমস্যা। যদি অগ্রীম দফাটা ভাড়া থেকে কাটা যায় তাহলে সমস্যা নহি। না হলে অবশ্যই সটো নওয়াার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

আর ফি-পরশিোধের শর্ত দয়োর যৌক্তিকতা আমাদের জানা নহি।

আমরা আপনাকে যে পরামর্শ দবি সটো হল আপনি গাড়িটি কস্টিতে সরাসরি বক্রিতো থেকে কনিবনে কথিবা মুরাবাহা পদ্ধতিতে কনিবনে। যমেন আপনি আল-রাজী ব্যাংকের মাধ্যমে কনিলনে; ব্যাংক গাড়িটি বক্রিতো থেকে কনোর পর। এটা আপনার জন্য নরিপদ এবং লাভজনক। নছিক চুক্তির মাধ্যমেই আপনি গাড়ির মালকি হয়ে যাবনে। এটি মালকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে সমাপ্ত ভাড়ার চুক্তির বপিরীত। ঐ চুক্তিতে আপনি নরিধারতি সময়সীমা শেষে না হওয়া পর্যন্ত ভাড়াটিয়া থেকে যাবনে। সময়সীমা শেষে কোম্পানি তার প্রতশ্রুতি পূর্ণ করতে পারে; আবার নাও করতে পারে। তাছাড়া এই লনেদনের



শর্তাবলি পূর্ণ না হলে আপন হারামে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে যায়।

আল্লাহ সর্বজ্ঞ।